প্রজেক্ট হেইল মেরি

অ্যান্ডি উইয়্যার

অনুবাদ: কুদরতে জাহান

অবসর

অনুবাদকের কথা

'প্রজেক্ট হেইল মেরি' আমার অষ্টম অনুবাদ গ্রন্থ। শৈশব থেকেই সায়েন্স ফিকশনের রোমাঞ্চকর জগৎ আমাকে আকৃষ্ট করত দারুণভাবে। ভিনগ্রহ, রোবট কিংবা টাইম ট্র্যাভেল ভিত্তিক কল্পকাহিনিগুলো পড়তাম তুমুল উত্তেজনা নিয়ে। এ বিষয়ে অনুবাদের সুপ্ত ইচ্ছাও ছিল শুরু থেকেই। অ্যান্ডি উইয়্যারের আগের দুইটা বই পড়া ছিল, 'প্রজেক্ট হেইল মেরি' পড়ার পরেই তাই চিন্তা করেছিলাম এটা অনুবাদের চেষ্টা করব কি না।

কিন্তু এক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ ছিল কঠিন কঠিন টার্মগুলো বুঝে বুঝে সহজবোধ্য করে তোলা। কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্পেসশিপ প্রযুক্তির জটিল জারগন দিয়ে বইটা ভর্তি। দীর্ঘদিন ধরে নিজে বুঝে বুঝে সেগুলো রূপান্তর করেছি। অবসর প্রকাশনাকে বিশেষ ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা দেয়ার জন্য।

বৈজ্ঞানিক নানা তথ্যে ভর্তি থাকলেও বইটাকে কিন্তু কোনোভাবেই একঘেয়ে বলা যাবে না। অ্যান্ডি উইয়ার তার সহজাত হিউমারের প্রয়োগে একাকী মহাকাশচারীর কাহিনিকে বরাবরের মতোই উপভোগ্য করে তুলেছেন। আশা করি, আমার অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে এই দুর্দান্ত অভিযানের স্বাদ শতভাগে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছি।

কুদরতে জাহান

প্রজেক্ট হেইল মেরি

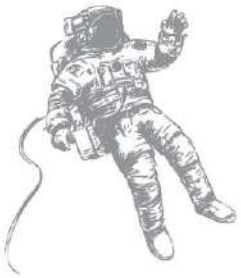

১

"দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

প্রশ্নটার মাঝে এমন কিছু ছিল, যার জন্য খুবই বিরক্ত লাগল আমার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে যেন। ঘুমে ডুবে গেলাম আরো একবার।

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেলো। তারপর আবার শুনলাম কণ্ঠটা।

"দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

মনে হয় কোনো মেয়ের গলা। তবে কোমল স্বরে কথা বললেও কণ্ঠটায় কোনো আবেগ নেই। আগে যে ভঙ্গিতে শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল, এবারেও ঠিক এই ভঙ্গিতে করেছে। এ আসলে কোনো মানুষ নয়, কম্পিউটার। একটা কম্পিউটার এসে আমার আরামের ঘুমের বারোটা বাজিয়েছে। মেজাজটা আরো বেশি খারাপ হলো আমার।

"ভাএথে," নিজের কথা শুনে নিজেই চমকে গেলাম। "ভাগ এখান থেকে" বলতে চেয়েছিলাম—এ মুহূর্তে এই কথাটাই যৌক্তিক মনে হয়েছিল—কিন্তু মুখ দিয়ে তো কথাই বেরোচ্ছে না ঠিকমতো।

"উত্তর সঠিক হয়নি," বললো কম্পিউটারটা। "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যাক। হ্যালো বলার চেষ্টা করলাম।

"হলছ?" বললাম।

"উত্তর সঠিক হয়নি," বললো কম্পিউটারটা। "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

হচ্ছেটা কী আসলে? জানতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু কিছু করার পাচ্ছি না তেমন। দেখতে পাচ্ছি না। কম্পিউটার বাদে আর কারো কথা শুনতেও পাচ্ছি না। এমনকি নিজের শরীরেও কোনো সাড়া পাচ্ছি না। না, এটা বলাটা ঠিক হলো না। পিঠে কিছু একটা ঠেকছে। কিছু একটার ওপর শুয়ে আছি। নরম কিছু। বিছানা মনে হয়।

চোখটা মনে হয় বন্ধ হয়ে আছে এখনো। সেটা খুব খারাপ কিছু না। চোখজোড়া খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই হলো না।

চোখ খুলতে পারছি না কেন?

খোল।

এখন...খোল!

খুলছিস না কেন!

ওহ! একটু নাড়াচাড়া টের পেলাম ঐসময়ে। চোখের পাতাটা একটু নড়ে উঠল যেন।

খোল!

অবশেষে খুলে গেলো আমার চোখজোড়া। আর চোখ ঝলসানো আলো ফুটো করে দিলো আমার রেটিনা দুইটা।

"গ্লান!" শব্দটা মুখ দিয়ে বেরোলো আমার। ব্যথায় সবকিছু সাদা দেখছি।

"চোখের নড়াচড়া শনাক্ত করা হয়েছে," আমার নির্যাতক বলে উঠল। "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

সাদা ভাবটা কমে এলো কিছুটা। আমার চোখ সইয়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে। বিভিন্ন আকৃতি দেখা শুরু করলাম, তবে এখনো কোনোকিছুর আগা-মাথা বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি কি হাত নাড়াতে পারছি? না।

পা? তাও না।

কিন্তু মুখ নাড়াতে পারছি। ঠিকমতো উচ্চারণ করতে না পারলেও কিছু একটা বলতে পারছি অন্তত।

"চচর।"

"উত্তর সঠিক হয়নি," বললো কম্পিউটারটা। "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

আকৃতিগুলো এখন বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি। একটা বিছানায় শুয়ে আছি। এটা কিছুটা...ডিম্বাকৃতির।

আমার ওপর এলইডি লাইট দেওয়া আছে। ছাতে লাগানো ক্যামেরাগুলো আমার প্রতিটি নড়াচড়া খেয়াল করছে। ব্যাপারটায় অস্বস্তি লাগলো সে নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই, আমার আসল চিন্তা ওর পাশের রোবট হাতগুলোকে নিয়ে।

ব্রাশড-স্টিল দিয়ে বানানো দুইটা ধাতব হাত ঝুলে আছে ছাত থেকে। হাত ঠিক বলা যাবে না অবশ্য ওগুলোকে। যেখানে হাত থাকার কথা, সেখানে ভয়ংকর-দর্শন ভেদন ক্ষমতাযোগ্য সরঞ্জাম। দেখে পছন্দ হচ্ছে তা বলা যায় না।

"চাচা...আআহ...ররর," বললাম। এতে কি কাজ হবে?

"উত্তর সঠিক হয়নি," বললো কম্পিউটারটা। "দুই আর দুই যোগ করলে কত হয়?"

ধুশ শালা। নিজের সকল মনোবল এবং ইচ্ছাশক্তিকে একত্র করলাম। একটু ভয় ভয় লাগা শুরু হয়েছে। বেশ, সেই ভয়কেও শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাক।

"চ...চ...চাররররররর," অবশেষে বললাম।

"উত্তর সঠিক হয়েছে।"

খোদাকে ধন্যবাদ। অবশেষে একটু কথা বলতে পারছি।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এক সেকেন্ড—আমি আমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করলাম এইমাত্র। ইচ্ছা করে আরেকটা শ্বাস নিলাম। গলাটা কেমন ব্যথা ব্যথা করছে। কিন্তু সেই ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

আমার মুখে আঁটসাঁট করে একটা ব্রিদিং মাস্ক লাগানো। মাথার পেছনে চলে যাওয়া একটা হোস পাইপের সাথে আটকানো আছে সেটা।

আমি কি উঠতে পারব?

নাহ। মাথাটা হালকা নড়াতে পারব অবশ্য। চোখ নামিয়ে নিজের শরীরটার দিকে তাকালাম। গায়ে কোনো কাপড় নেই আমার। পুরো শরীরে অগণিত টিউব লাগানো। দুই হাতে একটা করে, দুই পায়ে একটা করে, একটা আমার 'যন্ত্র'তে। আরো দুইটা পাইপ আমার উরুর নিচ দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত এর মধ্যে একটা আমার পশ্চাদ্‌দেশের মধ্যে।

পরিস্থিতি তো সুবিধার মনে হচ্ছে না।

এছাড়াও, আমার পুরো শরীর ছেয়ে আছে ইলেক্ট্রডে। সেন্সর টাইপ স্টিকারগুলোকে দেখতে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম মেশিনের মতো। কিন্তু সেটা তো পুরো শরীরে লাগানোর কথা না। তাও ভালো যে সেগুলো শুধু চামড়ায়, ভেতরে ভরে দেয়নি।

"কো—" ঘরঘর করে শ্বাস নিলাম। এরপর আবার চেষ্টা করলাম।

"আমি কোথায়?"

"আটের ঘনমূল কত?" জিজ্ঞেস করলো কম্পিউটারটা।

"আমি কোথায়?" এবার কথা বলতে কষ্টটা একটু কম লাগলো।

"উত্তর ভুল হয়েছে। আটের ঘনমূল কত?"

"টু টাইমস এক্সপোনেনশিয়াল টু দ্য টু-আই-পাই।"

"উত্তর ভুল হয়েছে। আটের ঘনমূল কত?"

কিন্তু আমি তো ভুল করিনি। কম্পিউটারটার বুদ্ধিমত্তা যাচাই করছিলাম কেবল। ওটা যে একটা বুদ্ধির ঢেঁকি, প্রমাণিত হয়ে গেলো।

"দুই," এবার বললাম।

"উত্তর সঠিক হয়েছে।"

পরের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হলাম। তবে কম্পিউটার বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো।

অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। ঘুমে তলিয়ে গেলাম আবার।

***

আবার উঠে পড়লাম চট করে। কতক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছিলাম? বেশ কিছুক্ষণ মনে হয়। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। কোনো কষ্ট ছাড়াই চোখ খুলতে লাগলাম এবার। কিছুটা উন্নতি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

আঙুলগুলো নাড়ানোর চেষ্টা করলাম। আমার কথা শুনল এবার ওগুলো। ঠিক আছে। এবার কিছু একটা হচ্ছে তার মানে।

"হাতের নড়াচড়া শনাক্ত করা হয়েছে," বললো কম্পিউটারটা। "স্থির হয়ে থাকো।"

"কী? কেন—"

রোবট হাতগুলো এগিয়ে এলো আমার দিকে। বেশ দ্রুত গতিতেই এলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার শরীরের বেশিরভাগ টিউব খুলে ফেলল ওরা। কিছুই টের পেলাম না। শরীরটা এমনিতেই একটু অবশ হয়ে আছে অবশ্য।

বাকি রইলো কেবল তিনটা টিউব : হাতে লাগানো আইভি, পশ্চাদ্‌দেশে ঢোকানো একটা টিউব আর একটা ক্যাথেটার। বিশেষ করে শেষ দুইটা জিনিস বের করার আমার একান্ত ইচ্ছা। এখন দেখা যাক।

ডান হাতটা খাড়া করে তুললাম আস্তে আস্তে। একটু পরেই ছেড়ে দিলাম আবার। ধপ করে বিছানায় পড়ল ওটা। বাম হাতটাকেও একইভাবে তুলে ছেড়ে দিলাম। ভয়ানক ভারী লাগছে হাত দুইটাকে। আরো কয়েকবার তুলে ধরে দেখলাম, তেমন কোনো উনিশ-বিশ হলো না। আমার হাত দুইটা তো পেশিবহুল। এমন লাগছে কেন কে জানে! মনে হয় বড় কোনো শারীরিক সমস্যা হয়েছিল। সে কারণেই হয়তো এতগুলো তার গেঁথে বিছানায় ফেলে রেখেছে আমাকে। আচ্ছা, তাতে কি আমার পেশিগুলো শুকিয়ে যাওয়ার কথা না?

আর ডাক্তারেরাই বা কোথায়? হাসপাতালের চিরাচরিত আওয়াজগুলোও তো পাচ্ছি না। আর এই বিছানাটাই বা এমন কেন। সাধারণ হাসপাতালের

বিছানার মতো আয়তাকার নয় এটা, বরং ডিম্বাকারই বলা চলে। আর মনে হচ্ছে এটাকে মেঝেতে না আটকিয়ে দেয়ালের সাথে আটকিয়ে রেখেছে।

"টিউব..." বলতে বলতে থেমে গেলাম। এখনো আমার ক্লান্ত লাগছে ভীষণ। "টিউবগুলো খুলে ফেলো..."

কোনো সাড়া দিলো না কম্পিউটার।

আরো কয়েকবার হাত নাড়িয়ে দেখলাম। আঙুলগুলো টানটান করলাম। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে শরীরে একটু সাড়া ফিরছে।

পায়ের গোড়ালিটা এদিকে-সেদিকে বাঁকালাম। কথা শুনল ওগুলো। হাঁটু দুইটা তুলে দেখলাম এরপর। আমার পা দুইটাও বেশ সুগঠিত। বডিবিল্ডারদের মতো পুরুষ্ট নয়, কিন্তু মরণাপন্ন মানুষ হিসেবে যথেষ্ট ভালো অবস্থা। অবশ্য ওগুলোর মধ্যে আসলে কতখানি মাংস থাকা উচিত, তা ঠিক জানা নেই।

বিছানায় ভর দিয়ে উঁচু হলাম। কাঁধটা তুলতে পারলাম কোনোমতে। আরে, আসলেই উঠতে পারছি দেখি! এটুকু করতেই শরীরের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয় গেল অবশ্য। তবুও হাল ছাড়লাম না। আমার নড়াচড়ায় বিছানাটা হালকা কেঁপে উঠল। এটা যে কোনো সাধারণ বিছানা না, তার আরেকটা প্রমাণ পাওয়া গেল। মাথাটা উঁচু করে ডিম্বাকৃতির বিছানাটাকে দেয়ালের সাথে আটকে থাকতে দেখলাম। এটা দেখতে অনেকটা শক্ত হ্যামকের মতো। অদ্ভুত!

একটু পরেই উঠে বসলাম। পশ্চাদ্‌দেশে টিউব ঢোকানো থাকায় ওটার ওপরেই বসা লাগলো। খুব একটা আরামদায়ক অবস্থান না। পাছার মধ্যে থাকা টিউব কি আর কখনো আরামদায়ক হতে পারে?

সবকিছু ভালোমতো দেখতে পাচ্ছি এখন। এটা কোনো সাধারণ হাসপাতাল নয়। দেয়ালটাকে দেখে প্লাস্টিক দিয়ে বানানো মনে হচ্ছে। পুরো রুমটা গোলাকার। ছাতে লাগানো এলইডি লাইটগুলো থেকে চকচকে সাদা আলো আসছে।

দেয়ালে আরো দুইটা হ্যামক-সদৃশ বিছানা আটকানো আছে। সেগুলোর ওপরেও শুয়ে আছে রোগী। তিনটা বিছানাকে ত্রিভুজাকারে রাখা হয়েছে। আর আমাদের হেনস্তা করার জন্য সেই ভয়াল হাত দুইটা ছাদ থেকে ঝুলে আছে এই ত্রিভুজের কেন্দ্র বরাবর। মনে হয় আমাদের তিনজনেরই দায়িত্বে আছে ওগুলো। আমার দুই সঙ্গীর চেহারা দেখতে পেলাম না। নিজেদের বিছানায় ডুবে আছে ওরা।

রুমে দরজা নেই কোনো। দেয়ালে একটা মই লাগানো আছে। সেটা উপরে চলে গেছে...একটা হ্যাচের দিকে? হ্যাচটা গোল, কেন্দ্রে একটা চাকার

মতো হাতল আছে। হ্যাঁ, এটা হ্যাচই হবে, সাবমেরিনে যেমন থাকে। আমাদের তিনজনের কোনো ছোঁয়াচে রোগবালাই হয়েছে নাকি? হয়তো এটা কোনো বায়ুনিরোধী কোয়ারেন্টাইন রুম? চোখে দেখা না গেলেও দেয়ালে কিছু ভেন্টিলেটর আছে বোধ হচ্ছে। হতে পারে পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ।

একটা পা ধার দিয়ে নামালে কেঁপে উঠল বিছানাটা। রোবট হাতটা ছুটে এলো আমার দিকে। ভয়ে হালকা কেঁপে উঠলাম। আমাকে অবশ্য ছুঁলো না ওগুলো, কাছেই ঘুরতে লাগলো কেবল। আমি টলে পড়ে গেলে যাতে ধরতে পারে, সেজন্যই এসেছে মনে হয়।

"সারা শরীরের নড়াচড়া শনাক্ত," বলে উঠলো কম্পিউটারটা। "আপনার নাম কী?"

"উফ্, সিরিয়াসলি?"

"উত্তর ভুল হয়েছে। দ্বিতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি। আপনার নাম কী?"

জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খুললাম।

"আহ..."

"উত্তর ভুল হয়েছে। তৃতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি। আপনার নাম কী?"

অবশেষে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো আমার। বেমালুম ভুলে গেছি নিজের পরিচয়। কী করি, তাও ভুলে গেছি। কিছুই মনে নেই।

"আম..." ইতস্তত করলাম।

"উত্তর ভুল হয়েছে।"

হঠাৎ করেই ক্লান্তিতে শরীরটা যেন ভেঙে আসতে চাইলো আমার। ব্যাপারটা মনে হয় ভালোই হলো। কম্পিউটার সম্ভবত আইভি লাইন দিয়ে আমার শরীরে চেতনানাশক ঢুকিয়ে দিয়েছে।

"...থামো..." জড়িত কণ্ঠে বললাম।

রোবট হাত দুইটা যত্ন করে আমাকে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

***

আবারো জেগে উঠলাম। রোবট হাত দুইটার একটা মুখের কাছে ঝুলে আছে। কী করছে এটা?!

কেঁপে উঠলাম। ভয়ের চেয়ে অবাক হয়েছি বেশি। হাতটা আবার তার আবাসস্থল তথা ছাতে ফিরে গেল। নিজের মুখ হাতড়ে দেখলাম, কোনো কাটাকুটির চিহ্ন আছে কি না। এক গালে হাত দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি লাগলো হাতে, অন্য গালটা মসৃণ।

"আমাকে শেভ করে দিচ্ছিলে তুমি?"

"চেতনা শনাক্ত করা হয়েছে," বলে উঠলো কম্পিউটারটা। "আপনার নাম কী?"

"এখনো সেটা মনে করতে পারছি না।"

"উত্তর ভুল হয়েছে। দ্বিতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি। আপনার নাম কী?"

আমি সাদা চামড়ার পুরুষ। ইংরেজিতে কথা বলছি। চেষ্টা করে দেখা যাক। "জ-জন?"

"উত্তর ভুল হয়েছে। তৃতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি। আপনার নাম কী?"

হাত থেকে টেনে আইভি লাইনটা টেনে বের করলাম। "মারা খাও।"

"উত্তর ভুল হয়েছে।" রোবট হাতটা এগিয়ে এলো আমার দিকে। ওকে এড়ানোর জন্য পাশ ফিরলাম। কাজটা ঠিক হয়নি। অন্য টিউবগুলো এখনো লাগানো আছে আমার শরীরে।

পাছার টিউবটা বেরিয়ে এলো সড়াৎ করে। একটুও ব্যথা লাগলো না দেখে অবাক হলাম। পুরুষাঙ্গের মধ্যে থাকা ফোলানো ক্যাথেটারটাও বেরিয়ে এলো এক টানে। এইবার অবশ্য ভীষণ ব্যথা পেলাম! মনে হয় ওখান দিয়ে একটা গলফ বল বেরিয়ে এসেছে।

চিৎকার করে উঠে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। ঝটকা দিয়ে দিয়ে কাঁপছি।

"শারীরিক যন্ত্রণা," বলে উঠলো কম্পিউটারটা। হাত দুইটা ধেয়ে এলো আমার দিকে। মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে ওদের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করলাম। সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম একটা বিছানার তলায়। দ্বিধায় পড়ে থেমে গেল হাতগুলো, তবে হাল ছাড়লো না। অপেক্ষা করতে লাগলো কাছেই। ওরা কম্পিউটার চালিত। এমন নয় যে একটু পরে ধৈর্য হারিয়ে চলে যাবে।

মাথা ঝুঁকিয়ে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিছুক্ষণ পর যেন একটু কমলো ব্যথাটা। চোখের পানি মুছলাম।

কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝছি না।

"অ্যাই! শুনছ?" ডাক দিলাম। "কেউ ওঠো!"

"আপনার নাম কী?" জিজ্ঞেস করলো কম্পিউটারটা।

"এই মানুষেরা, একজন হলেও ওঠো! প্লিজ!"

"উত্তর ভুল হয়েছে," বলে উঠলো কম্পিউটারটা।

উরুসন্ধিতে প্রচণ্ড ব্যথা করছে। পরিস্থিতি এতোটাই উদ্ভট যে পেট ফেটে হাসি এলো আমার। এতে এন্ডোরফিনের কিছুটা প্রভাবও আছে মনে হয়। ওটার জন্যই মেজাজটা ফুরফুরে লাগছে। আমার বাংকের পাশে ঝুলে থাকা

ক্যাথেটারটার দিকে চোখ পড়লো। বিস্ময়ে মাথা ঝাঁকালাম। এই সাইজের একটা জিনিস আমার মূত্রনালি দিয়ে ঢোকানো ছিল! ওয়াও!

হ্যাঁচকা টানে বেরিয়ে যাবার সময়ে কিছুটা ক্ষতিসাধনও করে গেছে ওটা। কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে মেঝেতে। এটা আসলে সরু লাল রঙের রক্তের একটা ধারা....

***

কফিতে চুমুক দিলাম। টোস্টের শেষ অংশটা মুখে ভরে ইশারা করলাম ওয়েট্রেসকে বিল দেবার জন্য। প্রতিদিন সকালে ডাইনারে না খেয়ে বাসায় নাশতা করে খরচ বাঁচাতে পারি। আমার যে বেতন, তাতে তাই করা উচিত। কিন্তু রান্না করতে একদম ভালো লাগে না। তাছাড়া ডিম আর বেকনের লোভও ছাড়তে পারি না।

মাথা নেড়ে ক্যাশ রেজিস্টারের ওপাশে চলে গেল ওয়েট্রেসটা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকজন কাস্টমার এসে বসলো।

ঘড়ি দেখলাম। সকাল সাতটার একটু বেশি বাজে। তাড়া নেই আমার। সাতটা বিশের মাঝে কাজ সেরে ফেলতে চাই। এতে করে সারা দিনের প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাওয়া যাবে। তবে আটটার আগে সেখানে যাওয়ার দরকার নেই আমার।

ফোন বের করে ইমেইল চেক করতে লাগলাম।

প্রাপক : অ্যাস্ট্রোনমি কিউরিওসিটিজ astrocurious@scilists.org

প্রেরক : (ইরিনা পেত্রোভা, পিএইচডি) ipetrova@gaoran.ru

বিষয় : দ্য থিন রেড লাইন

বিরক্তির সাথে স্ক্রিনে তাকালাম। ভেবেছিলাম আনসাবস্ক্রাইব করে ফেলেছি ঐ লিস্ট থেকে। বহু আগেই সে জীবন ফেলে এসেছি। তেমন একটা সাড়া ফেলছিল না কর্মসূচিটা। যতটুকুই হয়েছিল, যেটুকু মনে পড়ে, সাধারণত বেশ মজার হতো। একদল মহাকাশচারী, মহাকাশবিজ্ঞানী আর এ ব্যাপারে অন্য যারা বিশেষজ্ঞ ছিল, তারা মিলে যা যা মনে দাগ কাটে, তাই নিয়ে আলোচনা করতো।

ওয়েট্রেসের দিকে তাকালাম আমি—কাস্টমারেরা মেন্যু নিয়ে নানা প্রশ্ন করছে তাকে। স্যালি'স ডাইনারে গ্লুটেন ফ্রি নিরামিষ হাবিজাবি পাওয়া যাবে কি না জানতে চাচ্ছে মনে হয়। সান ফ্র্যান্সিসকোর মানুষেরা মাঝে মধ্যে একটু বিরক্তই করে বটে।